মেহেরপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) হিসেবে আজমল হোসেনের যোগদান

মেহেরপুর সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: আজমল হোসেন মেহেরপুরে যোগদান করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার তিনি মেহেরপুরে যোগদান করলে পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সরোয়ার বদলি হওয়ায় তার স্থলাভিষিক্ত হলেন আজমল হোসেন।

দামুড়হুদায় ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ ২জন আটক

দামুড়হুদা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৪৮ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল সহ দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর দিকনির্দেশনায় আজ বুধবার দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটের দিকে বোয়ালমারী গ্রামস্থ তালসারী মোড় জনৈক ইদ্রিস আলীর চায়ের দোকান সংলগ্ন পাকা রাস্তার উপর থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের এস আই কামরুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা থানাধীন নাটুদাহ ইউনিয়নের বোয়ালমারী গ্রামস্থ তালসারী মোড় জনৈক ইদ্রিস আলীর চায়ের দোকান সংলগ্ন পাকা রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন অভিযান পরিচালনা করে ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল একটি

মটরসাইকেল সহ দুই জনকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের মৃত মক্কর আলীর ছেলে জিয়ারুল ইসলাম জিয়া (৪০) কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার রানাখড়িয়া (কদমতলা) গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে জহিরুল ইসলাম (২৮)কে আটক করে পুলিশ। পরে আসামিদের কে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।

আলমডাঙ্গার আলোচিত বোমা কালাম গাঁজাসহ গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের আলোচিত বোমা কালামকে ১ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে মানিক মেম্বারের বাড়ির পাশ থেকে মাদকসহ আটক করে পুলিশ।

আটকৃত বোমা কালাম উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের বাগানপাড়ার সাহেব মালিথার ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের বাগানপাড়ার আলোচিত বোমা কালাম রমরমা মাদকের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক ও অস্ত্রসহ ৯ টি মামলা চলমান রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

বোমা কালাম গাঁজা বিক্রির জন্য বাগানপাড়ার মানিক মেম্বারের বাড়ির পাশে অবস্থান করছিলো। এসময় আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক এসআই জমির সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। পুলিশ দেখে মাদক বিক্রেতা বোমা কালাম পালানোর চেষ্টা করলে

পুলিশ ধাওয়া করে তাকে আটক করে। পরবর্তীতে কালামকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তার নিকট থাকা পলিথিন ব্যাগের ভেতর মোড়ানো ১ কেজি গাঁজা পুলিশের নিকত তুলে দেয়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় কালামের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ বোমা কালামকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে পূর্বে ৯ টি মামলা চলমান আছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যদিয়ে চুয়াডাঙ্গা হানাদার মুক্ত দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হল চুয়াডাঙ্গা হানাদার মুক্ত দিবস। বুধবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় চুয়াডাঙ্গা হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা এক আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে শহীদদের স্মরণে স্থাপিত শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

সকাল সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুবনেতা বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গার তরুণদের একত্রিত করে ২২ এপ্রিল ভারতের হৃদয়পুর শিবিরে ১২০ জন যুবক নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ক্যাম্প চালু করা হয়। চুয়াডাঙ্গা ৮ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলতে থাকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে গেরিলা যুদ্ধ। ৫ আগস্ট চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহের কাছে

বাগোয়ান গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে পিন্টু, হাসান, খোকন, কাশেম, রবিউল, রওশন, তারিক ও আফাজউদ্দিন নামে আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাদের জগন্নাথপুর গ্রামের দুটি কবরে দাফন করা হয়, যা এখন আট কবর নামে পরিচিত। এ ছাড়া ৭ আগস্ট জীবননগর থানার ধোপাখালি সীমান্তে নিয়মিত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাঁচজন শহীদ হন। সেপ্টেম্বরে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল মনজুর দায়িত্ব নেন। তিনি যুদ্ধ বেগবান করা ও বিজয় অর্জনের লক্ষে যুদ্ধ কৌশলে পরিবর্তন আনেন।

স্বদেশের পতাকা উড়িয়ে ডিসেম্বর মাসের তারিখে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিতে আনন্দ উল্লাস করে এলাকার মুক্তিকামী মানুষ। চুয়াডাঙ্গায় মোট বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন ১ হাজার ৬শ’ ৩১ জন। এর মধ্যে যুদ্ধাহত ১৫৬ জন। এ রণাঙ্গনে শহীদ হয়েছেন ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা। এ জেলায় দুই জন বীর প্রতীকও রয়েছে।

পুষ্পস্তবক অর্পেণে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাজিয়া আফরিন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব)আরাফাত রহমান,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহবুবুর রহমান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনীর বামুন্দী থেকে যুবদল নেতা জাহিদ গ্রেফতার

গাংনীর উপজেলা যুব দলের সদস্য সচিব জাহিদ আহম্মেকে (৪২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম তাকে বামন্দী বাজার থেকে গ্রেফতার করে। জাহিদ আহম্মেদ গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মৃত মেছের আলীর ছেলে।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দুপুরে তাকে গ্রেফতার করে। জাহিদ আহম্মেদকে নাশকতার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গত ২৮ নভেম্বর রাতে গাংনী শহরে একটি মিছিল বের করে। এ সময় গাংনী সরকারি মাছের হ্যাচারি কাছে বিকট শব্দে ককটেল বিষ্ফোরণ হয়। মিছিল লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে অভিযোগ করে বিএনপিকে দায়ী করে।

ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত তিনটি ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ওই রাতেই সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জান শিপু বাদি হয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার আসামি হিসেবে রাতেই পৌর বিএনপির আহবায়ক সাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে সাবেক ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম গ্রেফতার হয়। এর মাঝে মামলার এজাহার নামীয় আসামিরা মঙ্গলবার উচ্চাদালত থেকে আগাম জামিন পায়।

ঝিনাইদহ তিন ক্লিনিক কে সিলগালা করেছে সিভিল সার্জন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বৈডাঙ্গা বাজারের “বৈডাঙ্গা প্রাইভেট হাসপাতালসহ ডাকবাংলা বাজারের ”ডাকবাংলা নার্সিং হোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার” এবং আলজিজিয়া প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার সহ তিনটি ক্লিনিক সিলগালা করেছে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিস।

জানা গেছে, এ সমস্ত ক্লিনিক গুলোতে সার্বক্ষনিক এমবিবিএস ডাঃ,ডিপ্লোমা ধারী নার্স, ক্লিনিকের লাইসেন্স নবায়নসহ ওটি রুম ও ডায়াগনস্টিক রুম ছোট ও অপরিষ্কার থাকা ও বিভিন্ন কারণে ক্লিনিকের ওটি রুম গুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানী দেবনাথ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এবিষয়ে ক্লিনিক কতৃপক্ষরা বলেন,ক্লিনিক গুলোতে সার্বক্ষনিক এমবিবিএস ডাঃ ও ডিপ্লোমা ধারী নার্স নিয়োগ রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের এই ক্লিনিক গুলোতে তা নেই ও লাইসেন্স নবায়ন না থাকায় হঠাৎ করে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানী দেবনাথ ম্যাডাম এবং তাদের টিম এসে ক্লিনিকের ওটি রুম সাময়িক ভাবে সিলগালা করে যায়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রাণী দেবনাথ এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গতকাল মঙ্গলবার সকালে বৈডাঙ্গা বাজারের বৈডাঙ্গা প্রাইভেট হাসপাতাল, ডাকবাংলা বাজারের ডাকবাংলা নার্সিং হোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও আলজিজিয়া প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার এই তিনটি ক্লিনিকে এমবিবিএস ডাঃ, ডিপ্লোমা ধারী নার্স, লাইসেন্স নবায়নসহ বিভিন্ন কারণে ঐ ক্লিনিক গুলোর ওটি রুম ও ডায়াগনস্টিক রুম সাময়িক ভাবে সিলগালা করা হয়েছে।

৫০ টাকা খরচে চাকরি পেলেন বুলবুলি

মেধাবী ছাত্রী বুলবুলি খাতুন। লেখাপড়া করার সময় পরিবার ও প্রতিবেশি সকলেই বলেছিল আজকাল টাকা ছাড়া চাকুরি মেলেনা। লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। কিন্তু বিয়ের পিড়িতে বসেনি বুলবুলি। বড় ভাইয়ের সামান্য রোজগারের টাকায় সংসার চালিয়ে ছোট বোনকে লেখাপড়া শিখেছে।

মাষ্টার্স পাশ করে মাত্র ৫০ টাকা খরচ করে আবেদন করে চাকরি পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সে। সকলেই এখন বুলবুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের দিনমজুর আজিজুল হকের মেয়ে বুলবুলি । পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়া পদে চাকরি পেয়ে দিনমজুর পিতা মাতা ও বড় ভাইয়ের পরিশ্রম স্বার্থক করে মুখ উজ্জল করেছেন। চাকরি করে হাল ধরেত চান সংসারের। শুধু বুলবুলি নয়,মাত্র ৫০ টাকা খরচ করে চাকরি পেয়েছেন মেহেরপুরের আরও তিনজন।

বুলবুলির বড়ভাই বুদু মিয়া জানান, অনেক বাধা বিপত্তি উৎরিয়ে বুলবুলিকে লেখাপড়া করিয়েছি। গ্রামে বসবাস করে বোনকে বিয়ে না দিয়ে লেখা পড়া করাতে গিয়ে অনেকেই অনেক কটু কথা বলেছে। পরের মেয়ে ঘরে আনলে বোনের লেখাপাড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন ভাবনায় আজো বিয়ে করিনি। আমার বোন আজ বিনা টাকায় চাকুরি পেয়ে আমার শ্রমকে স্বার্থক করেছে। আমি সরকার ও ডিসি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

প্রতিবেশি ঝর্ণা খাতুন ও মাবিয়া জানান, বিনা টাকায় চাকুরি মেলে এমন কথা ভাবতেই পারছিনা। প্রতিবেশিরা যায় বলুক না কেন মন দিয়ে লেখাপড়া করলে আমাদের দেশেও ঘুষ ছাড়া চাকুরি হয়। আমাদের নতুন করে আশা জাগিয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, ঘুষ আর দুর্নীতি থেকে দুরে থাকতে সকল চাকরি প্রত্যাশিদের বারবার বলা হয়েছে। নিজের মেধা আর যোগ্যতা থাকলে চাকরি মানুষকে খুঁজে বেড়াতে হয়না। জেলা প্রশাসক স্যারের নির্দেশনা ছিল দালালদের খপ্পরে যেন কেউ না পড়েন। সে বিষয়টি আমরা সার্বক্ষনিক মনিটরিং করেছি। বুলবুলি আজ আমাদের দৃষ্টান্ত। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারে বেড়ে ওঠা একটি মেয়ে মেধার ওপর ভিত্তি করে সরকারি চাকুরি হেয়েছে। সে ভবিশ্যতে আরো ভাল কিছু করবে। তিনি আরও বলেন মেয়েদের বাল্য বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া করানোর জন্য প্রতিটি পরিবারের উদ্যোগেী হওয়া উচিৎ। তাহলে বুলবুলির মত অনেকেই চাকরি করে সংসারের হাল ধরতে পারবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মুনসুর আলল খান বলেন,মানুষের ধারনা বদলে দিতে চাই। দেশ বদলেছে। মানুষও বদলিয়েছে। কোন রকম অবৈধ লেনদেন ছাড়াই মেধাবীরা চাকুরি পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত গাংনীর বুলবুলি। ভালভাবে লেখাপাড়ায় মনোনিবেশ করলে চাকুরির জন্য টাকা লাগেনা। আমি জেলা প্রশাসক হিসেবে সকল চাকুরির ক্ষেত্রে এ ধারা অব্যাহত রাখতে দৃড় প্রতিজ্ঞ।

মেহেরপুরে দুটি ব্যবসা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সামাজিক অনুষ্ঠান হোক লৌকিকতা বিবর্জিত

আমাদের স্বজন মাহবুবুল হক মন্টু ও ফাতেমা বিনতে রাশেদ জ্যোতি দম্পতির একমাত্র সন্তান ফাইয়াজ আবদুল্লাহ সুবর্ণ‘র প্রথম জন্মবার্ষিকী ছিলো এক ডিসেম্বর ২০২২। হোটেল লা-ভোগে ছিলো জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান। নিমন্ত্রিতও ছিলাম। লৌকিকতা বর্জণ বিষয়টি আগে ভাগেই জানিয়ে দেয়। এই দম্পতির অনুরোধ উপেক্ষা করবো এমন সাধ্যি আমার নেই। কিন্তু বিপাকে পড়লাম অনুষ্ঠানে গিয়ে। অনেকের লৌকিকতা বর্জন বারণ না মানাতে।

কিছুদিন আগে একটি সংবাদপত্রের পাতায় একটি সত্য ঘটনার বিবরণ পড়েছিলাম কোন একজন লেখিকার লেখায়। তিনি ছিলেন ওই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। লেখিকা তাঁর এক আত্মীয়ের ছেলের বিয়েতে গিয়েছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। মেজবান গৃহকর্তা তার নিমন্ত্রণপত্রের শেষে ‘বিশেষ দ্রষ্টব্য’ উল্লেখ করে লিখেছিলেন: ‘সকল প্রকার লৌকিকতা অবশ্যই বর্জনীয়।’

নিমন্ত্রিত বেশীরভাগ মেহমানই নিমন্ত্রণপত্রের নির্দেশ মেনে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ লোক চক্ষু লজ্জার খাতিরে হোক, কিংবা পুরনো অভ্যাসবশত হোক, কিছু না কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে উপঢৌকন গ্রহন করার কোন টেবিল ছিলো না। তবুও গৃহকর্তা প্রবেশ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে যে সব মেহমান দাওয়াতপত্রের দ্রষ্ট্রব্যের কথা বা অনুরোধ অগ্রাহ্য করে উপঢৌকন বা উপহার এনেছিলেন- সেগুলো নিজ হাতে এক জায়গায় জড়ো করে রাখছিলেন। যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পরে মেহমানরা যখন গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদের মধ্যে থেকে যাঁরা উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের হাতে সেই উপহার সামগ্রী ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বিস্ময়ে হতবাক সেই মেহমানদের চাহনীর জবাবে তিনি উপহার গ্রহণে স্মীয় অপরাগতার কথা জানিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছিলেন ◌ঃ ‘দেখুন যাঁরা আমার অনুরোধ রক্ষা করে কোন প্রকার লৌকিকতা প্রদর্শন করেননি, এই উপহার গ্রহণ করে তাদেরকে আমি অপনাদের সামনে হেয় প্রতিপন্ন বা ছোট করতে পার না’।

উল্লেখিত ঘটনাটি হয়তো সাধারণ, কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজ-প্রেক্ষাপটে বোধকরি এর গুরুত্ব কম নয়। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি থেকে

আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে বলে আমি মনে করি। আসলে এই লৌকিকতা আমাদের পেয়ে বসেছে। দিন দিন বেড়েই চলেছে অনুষ্ঠান। বিয়ে সাদি ছাড়াও এক সময়ের অপ্রচলিত অনুষ্ঠান নাক ফোঁড়ানো, কান ফোড়ানো, সুন্নতে খাৎনা, জন্মদিবস এখন যেন নিত্যদিনের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অনেকেই যেন এই লৌকিকতার ফ্যাশনে ভুগছে।

প্রথম প্রথম এই লৌকিকতা বিয়ে এবং মুসলমানি দিয়ে শুরু হয়। ক্রমে জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, অন্নপ্রাশন বা শিশুর মুখে ভাত, মা মেয়ের নাক ফোঁড়ানি, কান ফোঁড়ানিতেও এই লৌকিকতা চালু হয়। যে যত বড় সরকারী চাকুরে বা ব্যবসায়ী তার বেলা এই লৌকিকতা প্রদর্শন তত বেশি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে ব্যবসায়ীর জন্যে যেমন তেমন, বড় সরকারি আমলার যদি উপরি আয় না থাকে তাহলে তার অবস্থা দাগে পা হওয়ার কথা। ধরা যাক, তিনি বেতন পান পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা। এখন প্রতিমাসেই যদি তাকে তিন- চারটে বিয়ে, বৌভাত মুসলমানি, জন্মদিন ও বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যেতে হয় তাহলে তার অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে কথা ভাবতে গেলে আমার কষ্ট হয়। আবার আমাদের মতো নিম্ন্ন মধ্যবিত্ত অথচ সমাজ যাদের ভুল করে মধ্যবিত্ত বলে চিহ্নিত করে, তাদের আয়ের বেলায়ও এ সমস্যা বড় কম গুরুতর নয়। আমার নিজের কথাই বলি। পেশাগত অবস্থানের দিক থেকে আমাকেও অনেকেই মধ্যবিত্ত বলে গণ্য করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার কোন বিত্ত নেই। অথচ আমিও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত পাই। সত্যিই বলছি সবগুলো দাওয়াতে আমার পক্ষে যোগদান সম্ভব হয় না। তবে একটা দাওয়াত সাধারণত আমি বাদ দিতাম না। আর সেটা হচ্ছে কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা উপলক্ষে ভোজ। এতদিন জানতাম এই অনুষ্ঠানে কিছু দিতে থুতে হয় না। কিন্তু এখন শুনি নিকটাত্বীয় হলে অনুষ্ঠানের ব্যয়ভারে অংশ নিতে হয়। ধর্মীয় দিক থেকে এই অনুষ্ঠান করা নাকি ঠিক না। যারা চল্লিশায় ভুরিভোজ করবেন তারও নাকি পাপির দলে পড়বেন। বিনা টাকায় এই দাওয়াত গেলাও বন্ধ করেছি পাপি না হতে।

কোন বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন, কর্মশালা ইত্যাদি বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনেক সময় নির্ধারিত সংখ্যা উল্লেখ করে আমন্ত্রন জানান। সেসব অনুষ্ঠানে গিয়ে বিপাকে পড়ি আমাদের পেশার সহযোদ্ধাদের সংখ্যাতত্ব না মানার কারণে। কাপড়ে মুখ ঢাকতে ইচ্ছে করে যখন দেখি নিমন্ত্রিত না হবার পরেও উপস্থিত সহযোদ্ধা অনুষ্ঠান শেষে এক প্যাকেট খাবারের জন্য ঝগড়া করে।

সামাজিক অনুষ্ঠানের লৌকিকতার ছোঁয়া এখন শহর ছেড়ে গ্রাম জীবনকেউ

মেহেরপুর আদালতে হোটেল আটলান্টিক নিয়ে নাজনীন খান প্রিয়ার ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী

অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অন্যতম হোতা নাজনীন খান প্রিয়া ওরফে প্রিয়া খান রিমাণ্ড শেষে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে।

গত সোমবার বিকালে মেহেরপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: তারিক হাসানের খাস কামরায় প্রিয়া খান জবানবন্দী দেন।

প্রিয়া খান তার জবানবন্দীতে আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন ও কয়েকজন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করেছেন। জবানবন্দীতে তিনি জানান, মউক পরিচালিত মানবতার চোখ অনলাইন পোর্টালে কাজ করার সুবাদে হোটেল আটলান্টিকায় বিজ্ঞাপন নিতে গিয়ে হোটেল মালিক মতিয়ার ও তার ছেলে মামুনের সাথে পরিচয় হয়। সাংবাদিকতা ছেড়ে দেওয়ার পর হোটেল আটলান্টিকায় গিয়ে কাজ চাইলে তারা আমাকে কাজ দেওয়ার কথা বলে। আনুমানিক দেড় মাস আগে সকাল ১১ টার দিকে হোটেল মালিকের ছেলে মামুন আমাকে ফোনে ডাকে। আমি সেখানে যাওয়ার পর মামুন আমাকে অন্যের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার প্রস্তাব দেয়। মামুন আমাকে আমঝুপির মৃত মোজাফফর হোসেনের ছেলে সাইদ ও সাইদের সাথে থাকা আরেকজনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য বলা হয়। আমি নির্দিষ্ট রুমে অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর সাইদ ও তার সাথে আরেকজন ব্যক্তি আসে। আমি প্রথমে সাইদের সাথে এবং পরে ওই ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক করি। এ জন্য মামুন আমাকে ৪হাজার টাকা দেয়। আমি পরে জানতে পারি মামুন তাদের কাছে ১০ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু আমি জানতাম না যে, মামুন গোপনে সেগুলো ভিডিও কেও এবং বিভিন্ন সাংবাদিকদের কাছে দিয়ে দেয়। পরে জানতে পারি, সাংবাদিকরা ওই ভিডিও ইন্টারনেটে ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে সাইদের কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করে। মামুন ও তার পিতা মতিয়ার সাংবাদিকদের মাধ্যমে এইসব কার্যক্রম করে থাকে।

প্রিয়া খান জবানবন্দীতে আরো জানায়, সে, বর্ষা বিপাশা, বিপাশার মা সবাই মল্লিকপুকুরের পাশে ডক্টরস ল্যাবের ৩য় তলায় জিমে গিয়ে জিম করেন এবং অবসরে সেখানে আড্ডা দেন। বর্ষা, নুসরাত, বিপাশা,

ছন্দা, আরমা, আকসা, তামান্না ছাড়াও অনেকে আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার ও তার ছেলে মামুনের সহায়তায় গোপনে ভিডিও করে এবং সাংবাদিকদের মাধ্যমে সেই ভিডিও দিয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে মোটা অংকের চাঁদাবাজী করে।

জবানবন্দী শেষে জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তারিক হাসান তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ নভেম্বর ভোররাতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সদর থানা পুলিশ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভাড়া বাসা থেকে প্রিয়া খানকে গ্রেফতার করেন।

এর আগে মনোয়ার হোসেন নামের এক ভূক্তভোগী মঙ্গলবার তাকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ৩২, তারিখ ২২/১১/২০২২ইং।

নাজনীন খান প্রিয়া চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দুলালনগর গ্রামের নাজমুল হোসেনের মেয়ে। বর্তমানে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাসাতে বসবাস করছেন তিনি।

বাদীর অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকে চাকুরী সূত্রে মোছা: নাজনীন খান প্রিয়া ওরফে প্রিয়া খানের সাথে পরিচয় হয়। কাজের সূত্রে আমঝুপি ফার্ম সংলগ্ন মউক হেলথ কেয়ারের দায়িত্ব পালনের সময়ে গত তিন মাস আগের ২৩/০৮/২২ তারিখে আনুমানিক বেলা ১২টার সময়ে আমাকে ছাদে যাওয়ার জন্য ডাকলে, আমি সরল বিশ্বাসে ছাদে উঠলে, আমাকে জড়িয়ে ধরে বেশ কয়েকটি ছবি তোলে, আমি স্বাভাবিকভাবে সহজ-সরল বিশ্বাসে সহকর্মী হিসাবে তখন কিছু বলিনি। কিন্তু বর্তমানে নাজনিন খান প্রিয়া আসামাজিক আচারণের দায়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক হতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর চাকুরিচ্যুত হন।

চাকরিচ্যুত হওয়ার পর গত দুই মাস যাবৎ তিনি বিভিন্ন সময়ে আমাকে পূর্বের সেই ঘনিষ্ট ছবিগুলি ভাইরাল করে দিবে ও পত্রিকায় সংবাদ ছাপানোর ভয় দেখিয়ে দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করেন। ইতোমধ্যে আমি সামাজিক ও পারিবারিক ভয়ে তাকে বিশ হাজার টাকা প্রদান করেছি। এর পরে নাজনীন খান প্রিয়া বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোন দেওয়ায়, ভয়ে আমি আমার ব্যবহৃত সিমটি ফেলে দিয়েছি। বর্তমানে আমি সব সময় আতঙ্কিত আছি যেকোন সময়ে নাজনীন খান প্রিয়াসহ তাদের গ্রুপ আমাকে ব্ল্যাক মেইল করে বড় ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি ও মামলা-মোকদ্দমা করিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে নিঃস্ব করে দেবে।